মহাজোট সরকারের

উন্নয়ন ও সাফল্যের ৪ বছর

তথ্য কণিকা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

Website: www.khdcbd.org Fax: 0371-61878, E-mail: khdcbd@gmail.com

মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের ৪ বছর

তথ্য কণিকা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

প্রকাশনায়

পার্বত্য জেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি।

প্রকাশ

০৬ জানুয়ারি ২০১৩

উপদেষ্টা পরিষদ

মাননীয় চেয়ারম্যান
সদস্যবৃন্দ
এবং
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

সম্পাদনা পরিষদ

আহবায়ক

মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার

সদস্য মন্ডলী

জীবন রোয়াজা
প্রিয় কুমার চাকমা
নিখিল চাকমা
মোঃ শাহজাহান আলী
অনুপম চাকমা
সুশান্ত চাকমা
প্রভাংকর দেওয়ান
শুভ রঞ্জন ত্রিপুরা
এবং
মোঃ সাইফুল্লাহ্ (সাইফুল)

মুদ্রণে

ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
ফোন ঃ ০৩৭১-৬১২৭৬

মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের ৪ বছর

চেয়ারম্যানের কিছু কথা

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চাকমা,মারমা,ত্রিপুরা ও বাঙ্গালীসহ ০৪টি জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মোট আয়তন ২৬৯৯.৫৫ বর্গ কিলোমিটার। খাগড়াছড়ি জেলায় বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ জনগণ বসবাস করে। এ জেলার জনগণের সার্বিক উন্নয়নে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ,জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, উপজেল পরিষদ,পৌরসভা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং অন্যান্য বিভাগ/দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান মহাজোট সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর হতে জেলার সকল জনগণের ভাগোন্নয়নে সরকারী বিভিন্ন/বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে ৫৫৮ কোটির অধিক টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এর সরকার শান্তিচুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নসহ পার্বত্য জেলার উন্নয়নে অংগীকারাবদ্ধ। এছাড়া দেশী বিদেশী অনেক উন্নয়ন সংস্হা পার্বত্য জেলার উন্নয়নে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসন নানামূখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। পর্যটন শিল্পকে উৎসাহিত করতে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক খাগড়াছড়ি হর্টিকালচার পার্ক স্হাপন করা হয়েছে। এ ৪ বছরে পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে রাজস্ব খাতে ৫৭৬জন এবং উন্নয়ন খাতে ৪১১ জন বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্হানের ব্যবস্হা করা হয়েছে। মহাজোট সরকারের ৪ বছরে দেশের শাসনব্যবস্হা, শিক্ষা, কৃষি, অর্থনীতিসহ সর্বস্তরে লেগেছে দিন বদলের ছোঁয়া। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের আওতায় সম্প্রতি সরকারী আরও ৬টি বিভাগ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। পার্বত্যজেলা সমূহকে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে খাগড়াছড়ি জেলাবাসীকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে একযোগে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

মহাজোট সরকারের ৪ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এ পরিষদ হতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি তথ্য কণিকা ছাপানোর ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে। তবে, কিছু দিনের মধ্যে জেলার প্রতিটি বিভাগ,উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তথ্য কণিকা প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে,তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ৪ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম তথ্য কণিকায় ছোট্ট পরিসরে সকল বিষয় গ্রন্থিত হয়নি এবং সময় সংকীর্ণতার কারণে কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। আশা করি সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

চলমান পাতা-৩

মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের ৪ বছর

পার্বত্য শান্তিচুক্তির আওতায়

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে আরও ৬টি সরকারী বিভাগ হস্তান্তর

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুযায়ী গত ২০১১ এবং ২০১২ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আরো ৬টি সরকারী বিভাগ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ২২টি বিভাগ হস্তান্তরিত হয়েছে। উল্লিখিত ৬টি বিভাগ হচ্ছে - যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারী শিশু সদন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন রামগড় হ্যাচারী (খামার)। চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর করেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব/যুগ্ম সচিব এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। অন্যদিকে ভূমি কমিশনের আইনটি সংশোধনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

গত ৮ নভেম্বর,২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাবর অনুষ্ঠানের সময় পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব দীপংকর তালুকদার পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের অংগীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন । তিনি বলেন, পৃথিবীতে পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তিচুক্তি প্রথম বা শেষ চুক্তি নয়। ইতোপূর্বে ভারত,ইসরায়েল বা প্যালেষ্টাইনে এজাতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি এসব চুক্তিগুলোর চেয়ে সন্তোষজনক। তিনি আরও আশ্বাস দেন যে, আগামী এক বছরের মধ্যে অন্যান্য বিভাগগুলো পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত হবে। জাতীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা ও পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী জানান যে, চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে ও আরো কিছু ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকী ধারাগুলো জরুরীভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবনে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের ৪ বছর

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বিগত ৪ বছরে খাতওয়ারী উন্নয়ন কার্যক্রম নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

ক্রমিক	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (লব টাকা)
১	আর্থ-সামাজিক	৪৮	৪৩৩.০৫৬৮৬
২	কৃষি	৬৬	৭৬.৪৬২৬৭
৩	যোগাযোগ	২২৭	১৯৮১.০৭৩৭৩
৪	ভৌত অবকাঠামো	২০০	৪৩২.২৯৫৬৯
৫	শিক্ষা	২৩৪	১৩৪৩.১৬৩৪৫
৬	ধর্ম	১১৬	৩১৭.৮৯৫৫৪
৭	আয়বর্ধনমূলক	২৮	৩৬.৪৩৩৮৮
৮	স্বাস্থ্য	১৮	২৬.০০
৯	বস্তুগত অবকাঠামো	৬৪	৯৮১.৪১
১০	অন্যান্য	৮৪	১৩৫.৭৬৮৭৩
মোট		১০৮৫ টি	৬৪২০.৫০

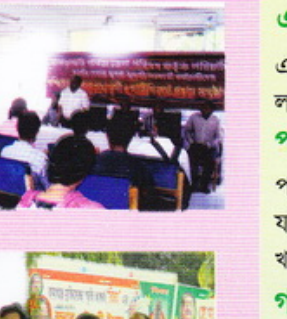

* উচ্চ শিক্ষার্থী এবং ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রতিবছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়,মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়রত গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে আসছে এবং ২০১১ সাল হতে জেলার সকল সরকারী, বেসরকারী ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানসহ শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং একই সাথে জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলার নির্বাচিত ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে ল্যাপটপ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি ও ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি খাতে মোট ৩৩.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

* ইউএনডিপি - সিএইচটিডিএফ এর অর্থায়নে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি. ইকোনোমি ও সক্ষমতা উন্নয়ন কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে মোট ৪০১৮.৭৫ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এক নজরে বিভাগ ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

এলজিইডি

এলজিইডি ,খাগড়াছড়ি কর্তৃক সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণন এবং রক্ষনাবেক্ষণ ও লক্ষ টাকার স্কীম বাস্তবায়িত/ চলমান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ৭৭৩৪.৬৮ লক্ষ টাকায় কৃষি, যাতায়াত, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, সমাজ কল্যাণ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে মোট ২৫২ টি

গণপূর্ত বিভাগ

গণপূর্ত বিভাগ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ১৪৬৭.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুলিশ বিভাগের ২ টি , এপিবিএন এর ১ টি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ২টি, খাদ্য গুদাম ৩ টি, মুক্তিযোদ্ধা ভবন ১ টি ও ২ টি Metrological observation টাওয়ার নির্মিত হয়।

চলমান পাতা-৫

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ১২.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ট্রেডে ১,০০,৩৫৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করত; ২৬২.০০ লক্ষ টাকার যুব ঋন বিতরণ করে ৪৮৪৩ জন যুব পুরুষ ও মহিলাকে আত্মনির্ভরশীল করা হয়েছে এবং ৩২৭.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ টি ভবণ/অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ঃ

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি কর্তৃক পরিচালিত বিগত ৪ বছরে ভিজিডি , মাতৃত্বকালীন-ভাতা, ল্যাকটেটিং মাকে সহায়তা , বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋন বিতরণ কর্মসূচীতে মোট ৩৬,৮৫০ জন উপকারভোগীকে সহায়তার প্রদান করা হয় । ৫টি সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে এবং নিবন্ধনকৃত ২২টি স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি সমূহের মধ্যে ১,১৯০ লক্ষ টাকার অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

সমাজসেবা বিভাগ ঃ

সমাজসেবা বিভাগ ,খাগড়াছড়ি কর্তৃক বিগত ৪ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় মোট ৪০৪.২১ লক্ষ টাকা এবং সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় মোট ৬১৯.৯৯ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

জেলা তথ্য অফিস ঃ

জেলা তথ্য অফিস , খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের উপর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সঙ্গীতানুষ্ঠান, কর্মশালা, কমিউনিটি সভা, সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়সহ বিভিন্ন র‍্যালি ও আলোচনা সভা করা হয়। এছাড়াও প্রচারণার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা, পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা, স্টিকার, বুকলেট বিতরণ করা হয়।

সড়ক ও জনপথ বিভাগ ঃ

সড়ক ও জনপথ বিভাগ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ২০০০.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সড়ক ব্রীজ- কালভার্ট নির্মাণ এবং সড়কের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষন করা হয়।

BTCL
দেশ ও মানুষের সেবায়

বিটিসিএল ঃ

বিটিসিএল,খাগড়াছড়ি কর্তৃক রামগড়, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়িতে ম্যাগনেটো এক্সচেঞ্জকে ২৫০ লাইনের ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ এ উন্নীত করা হয়েছে। মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় জবট উরমরঃধষ এক্সচেঞ্জ চালুকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে । এছাড়াও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ডিজিটালএক্সচেঞ্জ এর ধারনক্ষমতা ১০০০ লাইন হতে সম্প্রসারন করে ২৭০০ লাইনে উন্নীত করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান বিভাগ ঃ

পরিসংখ্যান বিভাগ, খাগড়াছড়ি জেলা কর্তৃক আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর জার্নাল অপারেশন ম্যাপিং ,খানার সংখ্যা নির্ধারণ ও নমুনা শুমারীর কাজ সমাপ্ত কর হয়েছে।

সমবায় বিভাগ ঃ

সমবায় বিভাগ ,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক জেলা সমবায় কার্যালয়কে ২ সেট এবং দীঘিনালা , মাটিরাঙ্গা , রামগড় , সদর উপজেলার প্রত্যেকটিকে ১ সেট কম্পিউটার প্রদান করা হয়। ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হতে সমিতির ৯৯০ জন সদস্যকে মোট ৯.৯০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

চলমান পাতা-৬

বিআরডিবি ঃ

বিআরডিবি, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বিগত চার বছরে ১২৫৭ টি সমিতিকে মোট ৪৫৮৮.৫৫ লক্ষ টাকার ঋন বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ও 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যেমে ৫৭৯৮ জন সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে ৩২১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ঃ

১। ৬৩০৫৬ টি কৃষি উপকরন সহায়তা কার্ড বিতরন এবং ২৮,৮৪২ টি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে ;
২। ১১১০৮ জনকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ;
৩। ৩৬০৬টি কমলা বাগান,২৪৬ টি কমলার ব্লক প্রদর্শণী,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহায়তায় ৪২০ টি মিশ্র ফলজ বাগান ও ৩০ টি দ্রুত বর্ধনশীল ফল বাগান সৃজন করা হয়েছে ;
৪। ব্রি-ধানের মোট ২৪০ টি প্রদর্শণী প্লট করা হয়েছে ;
৫। ২৪৪৬৫ জন কৃষক কে ১৯৭.৬৩ লক্ষ টাকা বিতরন করা হয়েছে ;
৬। ২৩০৫ জন কৃষকের মাঝে ৮৬ মেঃ টন সার বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া ১৩৭০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক কে ৯৩১০ কেজি বীজ বিতরন করা হয়েছে ;
৭। আইপিএম প্রকল্পের আওতায় ৫ টি কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন করা হয়েছে।

পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঃ

পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, (বিএআরআই) খাগড়াছড়ি কর্তৃক ১১১.৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেচ প্রকল্প, রাস্তা মেরামত,অফিস কাম ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মান,বসত বাড়ীতে সবজী ও ফল চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রাণি সম্পদ বিভাগ ঃ

১। খাগড়াছড়ি জেলার ৮টি উপজেলায় ৩৯,৯৮,৮০৩টি প্রাণিকে টিকা এবং ১১,০৫,০৭৯ টি, প্রাণিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে;
২। ৩১৯২০ জন কৃষক কে গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী পালন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
৩। সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপির সহায়তায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে সকল উপজেলায় এবং জেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে মোট ৯ টি সোলার রেফ্রিজারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

মৎস্য বিভাগ ঃ

মৎস্য বিভাগ,খাগড়াছড়ি কর্তৃক পোনা বিতরন ও অবমুক্তকরন, ক্রীক উন্নয়ন, পুকুর খনন এবং মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ৯৬.৬৮ লক্ষ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ঃ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, খাগড়াছড়ি কর্তৃক আমন ও বোরো মৌসুমে সরকার নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যে মোট ১৩৪১০ কেজি (আমন-৭৯৯০ কেজি ও বোরো -৫৪২৮ কেজি) ধানের বীজ বিক্রয় করা হয়েছে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড ঃ

তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি কর্তৃক কৃষকদের মাঝে ৩৮৪০ কেজি বীজ বিতরন করা হয়েছে এবং ৯ হেক্টর জমিতে বীজ উৎপাদন প্লট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ২৫৩ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে।

চলমান পাতা-৭

হর্টিকালচার সেন্টার ঃ

হর্টিকালচার সেন্টার খাগড়াছড়ি কর্তৃক ২১০৩৫৫ টি চারা ও ৪৭,৫২৮টি কলম উৎপাদন করা হয় যার মধ্যে ১,৩২,০৪৫টি চারা ও ৩০,৮৭৫টি কলম কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে, যা থেকে ১৫.৩০ লক্ষ টাকা আয় করা হয়েছে। তাছাড়া ১,১১০ জন কৃষককে হর্টিকালচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১১০টি প্রদর্শণী স্থাপন করা হয়েছে।

খাদ্য বিভাগ ঃ

জেলা খাদ্য বিভাগের মাধ্যেমে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় ১০০ মেঃ টন, দীঘিনালা উপজেলায় ৫০০ মেঃ টন ও মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারায় ৫০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ঃ

১। মোট ৬,৯৮২.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
২। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ১৫.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩০,৫০০ টি শিক্ষক সহায়িকা ও নির্দেশিকা বিতরণ করা হয়েছে ;
৩। শিশুদের সহপাঠক্রম ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষে মোট ৭,৫১ .২০ লৰ টাকার উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে;
৪। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,০৭৮.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এলজিইডির মাধ্যমে প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) সেন্টার নির্মান কাজ চলমান রয়েছে ;
৫। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষা চালু করা হয়েছে।
৬। জেলায় মোট ৫৫৪টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র, ১২৫৮টি পাড়া কেন্দ্র এবং ১৪৫ টি বহুভাষিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ঃ

১। বর্তমান সরকারের সময়ে ২০১০ সনে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্বার জন্য "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০" পাশ হয়েছে ;
২। দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় "খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ, সংরক্ষণ ও ডকুমেন্টেশন " কর্মসূচীর আওতায় ১,২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৯টি বই মুদ্রণ ও প্রকাশ, ২৩০ জনকে নৃত্য-গীতে, ৪টি অডিও এ্যালবাম (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত) এবং ৮টি উৎসব পালন করা হয়েছে।

পুলিশ বিভাগ ঃ

১। পুলিশ বিভাগের ৫০টি জরাজীর্ন থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মাটিরাঙ্গা ও মহালছড়ি থানাকে ৩ তলা বিশিষ্ট পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে যা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে ।
২। বর্তমান সরকারের ৪ বছরের শাসনামলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির স্বার্থে পুলিশ প্রশাসনকে পাজেরো জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ, দেড় টনি ট্রাক ও মোটর সাইকেলসহ মোট ২৫টি গাড়ী প্রদান করা হয়েছে।
৩। অত্র জেলার পুলিশ বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নিয়মিত সভার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ

খাগড়াছড়ি ইসলামিক ফাউন্ডেশান খাগড়াছড়ি কর্তৃক ৩০২জনকে প্রাক- প্রাথমিক শিৰা,সহজ কুরআন শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, খাগড়াছড়ি জনগনের জানমাল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে এ সংস্থার পরিধি বৃদ্ধি করার অংশ হিসেবে মাটিরাঙ্গা ও দীঘিনালা উপজেলায় "ফায়ার ষ্টেশন" নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

জেলা শিল্পকলা একাডেমী ঃ

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর খাগড়াছড়ি জেলায় মোট ৮১২ জনকে সংগীত, নৃত্য, তবলা, চিত্রাংকন এবং অভিনয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

চলমান পাতা-৮

মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের ৪ বছর

বাজার ফান্ড ঃ

বাজার ফান্ড, খাগড়াছড়ি জেলায় মোট ১০৬.১০ লক্ষ টাকায় ব্যয়ে মোট ৯ টি বাজারে শেড নির্মাণ, পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ,রাস্তা উন্নয়ন ও শৌচাগার নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ ঃ

স্বাস্থ্য বিভাগ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সেবাদান কার্যক্রমসমূহ:

১। ৪৯ টি কম্যুনিটি ক্লিনিক মেরামত পূর্বক জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে ;

২। রামগড় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-কে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে ;

৩। জেলা সদর , মহালছড়ি ও লক্ষীছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ মোট ৩ টি এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে ;

৪। বিগত চার বছরে ১৬,৯২,১২৯ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়েছে যার ভিতরে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ৫৪,২২৯ জন। এছাড়া ৬,২০৪ জন গর্ভবতী মাকে প্রসূতি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৫। ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কমে এসেছে।

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ঃ

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ২৮৯৯ জন পুরুষ ও ১,৮০২ জন নারীকে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ, ২,৬২৩ জনকে আই ইউ ডি, ২,১৪৮ জনকে ইমপ্লান্ট সেবা প্রদান করা হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রনের অস্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে ১৮,৫৬৮ জনকে ইনজেকশন ২৩,৮৪৬ জনকে খাবার বড়ি এবং ৭,৭৩৫ জনকে কনডম বিতরনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ও খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাংগা, পানছড়ি এবং লক্ষীছড়ি উপজেলায় ১টি করে অফিস কাম গুদামঘর নির্মান করা হয়েছে।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩,৫২২ মাকে গর্ভবতী যত্ন, ১,৯৫০ জনকে প্রসব সেবা ৩,১১২ জনকে প্রসবোত্তর সেবা এবং ১১,৬৮০ জন শিশুকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ ঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ খাগড়াছড়ি কর্তৃক নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষে ৬১১টি রিংওয়েল ৪৯৮টি অগভীর নলকূপ ও ৮০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ভিলেজপাইপ ওয়াটার সাপ্লাই ৩টি রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং ১৫টি, ধাপসিড়ি ২০টি এবং ৫,১৬১ টি ল্যাট্রিণ নির্মাণ করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি পৌরসভা ঃ

খাগড়াছড়ি পৌরসভা কর্তৃক মোট ১৭৩৭.৭৮ লক্ষ-টাকা ব্যয়ে রাস্তা , কালভার্ট, ড্রেন, ওয়াল , কসাইখানা রিপেয়ারিং কাজ ও শাপলা চত্বর এবং শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। পৌর পরিবহন টার্মিনালের দোকান ও টিকিট কাউন্টার, ড্রেনের উইয়ং ওয়াল গুলো ইটের গাঁথুনী দ্বারা উচুঁকরন ও রাস্তার পাশে বল্লি প্ল্যাসাইডিং, রিং ওয়েল, ডেডহেড নলকূপ ও কমিউনিটি লেট্রিন নির্মাণ/ সংস্কার / মেরামত নির্মান করা হয়েছে।

বিজিবি খাগড়াছড়ি ঃ

বিজিবি পূর্ণগঠনের আওতায় পার্বত্য অঞ্চলে কর্মরত বিজিবি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের তৃড়িৎ চিকিৎসা দেয়ার প্রয়াসে এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানোর লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি সেক্টরের অধীনস্ত ১৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জালিয়াপাড়া এলাকায় প্রায় ৫৫ (পঞ্চান্ন) কোটি টাকা ব্যয়ে ৪০ একর জায়গায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি বর্ডার গার্ড হাসপাতাল বিজিবি এর তত্তাবধানে নির্মাণ করা হচ্ছে ।

খাগড়াছড়ি রিজিয়ন

খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কর্তৃক জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলায় স্কুল ভবন, ব্রীজ ,যাত্রীছাউনি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাকরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্রদের জন্য ঢেউটিন বিতরণ ও ঘর নির্মাণ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং স্কুল ও কলেজের দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য স্কুল বাস প্রদান সহ খাগড়াছড়ি জেলার জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নিম্নে খাগড়াছড়ি রিজিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রমের কিছু সচিত্র বিবরণ দেয়া হলো:

মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের ৪ বছর

অ্যালবাম থেকে

মহাজোট সরকার কর্তৃক বিগত ৪ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মাধ্যমে ৫৫৮.৩০ কোটি টাকার খাতওয়ারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের তুলনামূলক চিত্র ঃ